যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চ মাধ্যমিকে ফল বিপর্যয়

সাতটি শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বিপর্যয় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যদশাই শুধু তুলিয়া ধরে নাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পঠনপাঠনের মান লইয়াও উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে। পরীক্ষায় ংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ফেল করিয়াছে। গত বৎসর ত্তীর্ণ হইয়াছিল এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি ছাত্রছাত্রী। এই বৎসর মাধ্যমিক রীক্ষাতেও ফল বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। পাবলিক পরীক্ষায় কোমলমতি াত্রছাত্রীদের এইভাবে পাইকারি হারে ফেল করিবার কারণ হিসাবে নিজ লেজের বাহিরের কেন্দ্রে পরীক্ষা প্রদান, প্রচলিত প্রশ্নপত্রের ধারায় পরিবর্তন, কল বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ইংরেজিতে ব্যাপক সংখ্যায় ফেল প্রভৃতি ল্লেখ করা হইয়াছে। তবে মূল বিষয় যে আমাদের গলদপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, উহা ইয়া দ্বিমত করিবার অবকাশ নাই।

াতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বৎসরের পর বৎসর সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখিয়া সরকার তই কৃতিত্ব জাহিরের চেষ্টা করুক না কেন, ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ শিক্ষাদান য উপেক্ষিত থাকিয়া যাইতেছে উহার প্রমাণ একের পর এক পাবলিক পরীক্ষায় াতে হাতেই মিলিতেছে।

ণহারে ফেলের ঘটনা ছাত্রছাত্রীদের কোচিং সেন্টার ও নোট বইয়ের উপর নর্ভরশীলতার পরিবর্তে পড়ার টেবিলে ফিরাইয়া আনিবে বলিয়া বিভিন্ন মহল ইতে যেই আশাবাদ ব্যক্ত করা হইয়াছে উহা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তবে শক্ষার যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া য়োজন। গ্রামাঞ্চলের কলেজসমূহের ফল আরও হতাশাজনক। প্রয়োজনীয় বকাঠামো-সুবিধা না থাকিবার পাশাপাশি উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব যে এই জন্য অনেকাংশে দায়ী ইহা অস্বীকার করা যাইবে না। শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি ও শান্তির বিস্তার এবং ছাত্র রাজনীতির নামে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পচেষ্টাও বন্ধ করিতে হইবে। মেধা তালিকায় স্থানলাভকারী ছাত্রছাত্রীগণ একবাক্যে বর্তমান ধারার ছাত্র আন্দোলনের সমালোচনা করিয়াছে। এই বৎসর প্রশ্নপত্র নূতন পদ্ধতিতে করা হইবে উহা শিক্ষকদের আগেভাগেই জানা ছিল। এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঠিকভাবে পাঠদান করা হইয়াছিল কিনা সেই প্রশ্ন অবশ্যই দেখা দিবে। নকল করার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নাই। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় যথাযথ প্রস্তুতির ঘাটতিকে এই যুক্তি দেখাইয়া এড়াইয়া যাওয়া চলিবে না। নকলের সুযোগ থাকিলে বেশি পাস, আর না থাকিলে গণহারে ফেল– ইহা কেমন কথা? ইংরেজিতে ব্যাপক হারে ফেলের বিষয়ও উদ্বেগজনক। সোয়া পাঁচ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে সোয়া দুই লক্ষই ইংরেজিতে ফেল– ইহার দায় কেবল পরীক্ষার্থীদের নয়। মূল করণীয় হইতেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এই অপরিহার্য মাধ্যম ভালভাবে আয়ত্ত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। ইংরেজি যেন ছাত্রছাত্রীদের কাছে দুঃস্বপ্ন হইয়া না থাকে সেই লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায় হইতেই উহাকে গুরুত্ব দিতে হইবে।

বিপর্যয়কর ফলের মধ্যেও যাহারা এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া যাহারা মেধা তালিকায় স্থানলাভ করিয়াছে তাহাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনে তাহাদের আরও সাফল্য